কালীগঞ্জের নতুন ইউএনও সাদিয়া জেরিন

ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) হিসেবে সাদিয়া জেরিন যোগদান করেছেন। তিনি কুষ্টিয়া ডিসি অফিসের রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর হিসেবে কর্মরত ছিলেন। বিসিএসের ৩৩ তম ব্যাচের প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তা।

বুধবার দুপুরে বিদায়ী ইউএনও সুবর্ণা রানী সাহার কাছ থেকে সাদিয়া জেরিন দায়িত্বভার গ্রহন করেছেন। কালীগঞ্জের বিদায়ী ইউএনও সুবর্ণা রাণী সাহা পদায়ন পেয়ে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক হিসাবে রাজবাড়ী জেলায় যোগদান করবেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কালীগঞ্জ উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ভূপালী সরকার।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও চিকিৎসা উপকরণ বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও চিকিৎসা উপকরণ বিতরণ করেছেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগ। আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় ত্রাণ ও সমাজ কল্যাণ উপ কমিটির তত্ত্বাবধানে এসব উপকরণ প্রদান করেন জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এমএ খালেক।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ রাশেদুল হাসান শাওনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইব্রাহীম শাহিন, ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান

রানা, আরএমও এমকে রেজা, উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আসিফ ইকবাল অনিক ও স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন, গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ইপি আই টেকনিশিয়ান আব্দুর রশীদ।
প্রদানকৃত উপকরণের মধ্যে রয়েছে, ফেস মাস্ক, সাবান, টুথপেস্ট, মশার কয়েল ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার।

শৈলকুপায় ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযানে

ঝিনাইদহ জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) সেলিম রেজা ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কানিজ ফাতেমা লিজার নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর সদস্য, থানা পুলিশ ও আনসার ব্যাটেলিয়নের সদস্যদের সাথে নিয়ে শৈলকুপার বিভিন্ন এলাকায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়।বুধবার উপজেলার পৌর এলাকার বিভিন্ন দোকান ও ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। শৈলকুপা উপজেলার জনসাধারন যখন কোনো ভাবেই কঠোর লকডাউন মানছে না। তখন শৈলকুপার বিভিন্ন বাজার কাঁপিয়ে গেলেন এডিসি সেলিম রেজা।
এসময় মোট ১২ টি মামলায় ৭২০০/- টাকা অর্থ দন্ড প্রদান করা হয় এবং তাৎক্ষণিক ভাবে অর্থ আদায় করা হয়। শৈলকুপা বাজার সহ বিভিন্ন বাজারের ওলি-গলিতে লকডাউন অমান্য করে গোপনে ইলেক্ট্রিক, স্যানেটারী, কাপড় ও জুতার দোকানসহ বিভিন্ন ব্যবসা পরিচালনা করায় ৪ ব্যক্তিকে ২ ও ৫ দিনের জেল এবং ৮ ব্যক্তিকে ৭ হাজার ২শত টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
জেল প্রদানের খবর ছড়িয়ে পড়লে মুহূর্তের মধ্যে সকল অবৈধ দোকান-পাট বন্দ হয়ে যায়। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে জনসাধারনের মাঝে। এডিসি সেলিম রেজা জানান , জনস্বার্থে জেলা প্রশাসনের এ অভিযান অব্যাহত থাকবে। লকডাউনে জেলা প্রশাসন কঠোর অবস্থানে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত বিধিনিষেধ প্রতিপালন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ, সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করণ ও মাস্ক পরিধান, করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সচেতনতামূলক কার্যক্রমসহ দন্ডবিধি ও সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন, ২০১৮ এর বিভিন্ন ধারায় মোবাইল কোর্ট

পরিচালনা করা হয়।
পরে শৈলকুপা সরকারী কলেজ মাঠে চার শতাধীক দুস্থদের মাঝে প্রত্যেককে ১০ কেজি চাল ও নগদ ২০০ টাকা প্রদান করা হয়।

শৈলকুপা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অক্সিজেন সিলিন্ডার প্রদান করলেন বিশ্বাস বিল্ডার্স লিঃ

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অক্সিজেন সিলিন্ডার প্রদান করলেন বিশ্বাস বিল্ডার্স লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক নজরুল ইসলাম দুলাল। করোনাকালীন সময়ে তিনি ৮টি অক্সিজেন সিলিন্ডার প্রদান করলেন।বুধবার বেলা ১২ টায় তার ছোট ভাই বিশ^◌াস বিল্ডার্স লিঃ পরিচালক ও আবাইপুর ইউপি চেয়ারম্যান হেলাল উদ্দিন বিশ্বাস উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ রাশেদ আল মামুন এর কাছে অক্সিজেন এই সিলিন্ডার হস্থান্তর করেন। ডাঃ রাশেদ আল মামুন বলেন,এই করোনা মহামারীর সময় সমাজের বিত্তবানরা এভাবে এগিয়ে আসলে করোনা রোগীরা ভাল সেবা পেত ◌ীজবন বাঁচবে অনেক মুমূর্ষ রোগীর তাই সমাজের সকল বিত্তবানদের প্রতি আহ্বান এই কঠিন সময়ে শৈলকুপার মানুষের পাশে দাড়িয়ে সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য। এসময় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ডাক্তার,নার্স ও ষ্টাফ ও প্রেসক্লাবের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কোটচাঁদপুরে কোভিড ভয়াবহ

ঊর্দ্ধগতি, বাড়ছে মৃত্যু!

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলায় মহামারী করোনায় দিন দিন বেড়েই চলেছে শনাক্তের হার। সেই সাথে বাড়ছে মৃত্যু। প্রতিদিন নতুন নতুন রোগী কোভিডে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে। দীর্ঘ হচ্ছে মুত্যুর মিছিল। সীমান্তবর্তী এই উপজেলায় কোন প্রকারেই থামানো যাচ্ছে না করোনায় মুত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা। উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগের সূত্র মতে গত জুন মাসে ৪’শ ৩৭ জনের নমুনা সংগ্রহ করে ১’শ ৩২ জন রোগী করোনা শনাক্ত (পজিটিভ) হয়। আক্রান্তের হার ৩০ দশমিক ২ ভাগ। সূত্র মতে জুন ৩০ তারিখ পর্যন্ত ৪ জন করোনা পজিটিভ নিয়ে মৃত্যু হয়। গত এক সপ্তাহে উপজেলায় ৩’শ ৩৪ জন ব্যাক্তির শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে ১’শ ১৩ জন ব্যাক্তির করোনা পজিটিভ হয়। আক্রান্তের হার ৩৩ দশমিক ৮ ভাগ। এছাড়াও উপজেলার পৌর শহর থেকে শুরু করে গ্রামাঞ্চলের প্রতিটা ঘরে করোনার উপসর্গ নিয়ে মানুষ বাড়িতে চিকিৎসা নিচ্ছেন। এদের মধ্যে বিভিন্ন এলাকায় করোনা উপসর্গ নিয়ে প্রতিদিনই হচ্ছে মুত্যু। ফলে করোনা আতঙ্কের জনপদ হয়ে উঠেছে ঝিনাইদহের কোটচঁদপুর উপজেলা। হাসপাতালে করোনা রোগী বৃদ্ধি পাওয়ায় হিমশিম খাচ্ছে চিকিসক ও নার্স সহ হাসপাতালের স্বাস্থ্য কর্মীরা। রোগীর সঠিক চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করছেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ আব্দুর রশিদ। তিনি বলেন, পরিস্থিতি এতটায় ভয়াবহ যে করোনা রোগীদের চিকিৎসা সেবা দিতে গিয়ে এরই মধ্যে ১ জন চিকিৎসক, ৩জন নার্স, ২ জন মেডিকেল এসিস্টেন্ট, ১জন স্বাস্থ্য সহকারি ও ২ জন পরিছন্ন কর্মী করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। ডাঃ রশিদ আরো বলেন, প্রান্তিক জনগোষ্টির করোনা সংক্রমন রোধে উপজেলার বিভিন্ন কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাস্থ্য কর্মীদের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়ানো হয়েছে। সেই সাথে ঠান্ডা-জ্বরে আক্রান্ত হলে হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার জন্য পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

এদিকে সংক্রমণ রোধে (১জুলাই) থেকে দেশব্যাপী সর্বাত্মক কঠোর লকডাউন ঘোষনা দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে জন প্রশাসন মন্ত্রনালয়। সরকারি নির্দেশনা বাস্তবায়নে কঠোর অবস্থান নেয় প্রশাসন সহ সশস্ত্র বাহিনী, পুলিশ ও বিজিবি সদস্যরা। পৌর শহরের মেইন বাজার সহ উপজেলার বিভিন্ন হাট বাজারে মাইকিং করে সচেতনতা ছাড়াও মহড়া দিচ্ছেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা।

সচেতনতার পাশাপাশি নির্দেশনা অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে নিচ্ছেন ব্যবস্থা, করছেন জরিমানা। নিত্যপ্রয়োজনীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছাড়া সকল দোকানপাট বন্ধ রাখা হয়েছে।

প্রশাসনের নজরদারী থাকলেও অনেকে প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হচ্ছেন। এদিকে করোনার এই মহামারির মধ্যে কিছু মানুষের মধ্যে উদাসীনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। প্রশাসনের সচেতনতামূলক কোন কর্মসূচীই যেন পৌঁছাচ্ছে না এই সব মানুষের মধ্যে। প্রশাসনের চোখ ফাঁকি দিয়ে অনেক ব্যবসায়ী স্বাস্থ্যবিধি না মেনেই অবাধে ব্যবসা চালিযে যাচ্ছেন। এমনকি মাস্ক ব্যবহারে রয়েছে অনিহা। দেখে বুঝার উপাই নেই মহামারী করোনার থাবা পড়েছে এই দেশে। এদের অনেকে আবার প্রশাসনের হাতে ধরা পড়ে অনেক সময় গুনতে হচ্ছে জরিমানা।

কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট আছাদুজ্জামান রিপন জানান, সরকারি নির্দেশনা বাস্তবায়নে স্থানীয় উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় পুলিশ, সেনাবাহিনী, গ্রাম পুলিশ ও আনসার সদস্যরা দিন রাত কাজ করে যাচ্ছে। বাড়ানো হয়েছে নজরদারি। বিভিন্ন সময়ে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে করা হচ্ছে জরিমানা। তিনি বলেন, করোনা সংক্রমন রোধে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পাশাপাশি আমাদের সকলকে আরো সচেতন হতে হবে।

মেয়র সাইদুল করিম মিন্টু করোনা রোগীদের উপহার দিলেন অক্সিজেন সিলিন্ডার

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে করোনা রোগীর উপচে পড়া ভীড় আর সেই সাথে অক্সিজেন সংকটে পড়া করোনা রোগীর স্বজনদের আর্তনাদ যখন বিভীষিকাময় অবস্থায় তখন ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের করোনা ইউনিটের দায়িত্বরত ঝিনাইদহের ফ্লোরেন্স নাইটেংঙ্গেল নামে পরিচিত ডা জাকির তার ফেসবুক প্রোফাইলে ঝিনাইদহের সুধিজনদের কাছে অক্সিজেন সিলিন্ডার চেয়ে একটি করুণ পোস্ট দেন সেটি নজরে আসে মানবতার ফেরিওয়ালা ঝিনাইদহ পৌরসভার মেয়র সাইদুল করিম মিন্টুর এবং

তাৎক্ষনিকভাবে মেয়র সাইদুল করিম মিন্টু ২৫ টি অক্সিজেন সিলিন্ডার ব্যবস্থা করেন। বুধবার সকাল ১১টার দিকে সদর হাসপাতালে উপস্থিত হন তার পৌর সেচ্ছাসেবক বাহিনী ও ছাত্রলীগের কর্মীদের সাথে নিয়ে এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে তা হস্তান্তর করেন।

মেহেরপুর জেলা ইউনিটকে অক্সিজেন সিলিন্ডার দিল রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি

মেহেরপুরে করোনা আক্রান্ত মূমুর্ষ রোগীদের বাঁচাতে সহযোগীতায় অক্্িরজেন সিলিন্ডার ও হাই ফ্লো কনসেন্টেটর সরবরাহ করেছে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি। আজ (৭ জুলাই) বুধবার দুপুরে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির মেহেরপুর জেলা ইউনিটকে এসকল উপকরণ হস্তান্তর করা হয়। বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির মেহেরপুর জেলা ইউনিটের সভাপতি আলহাজ্ব গোলাম রসুল তা গ্রহন করেন।

্্এসময় সাতটি অক্স্রিজেনসহ সিলিন্ডার ও দুই ইউনিট হাই ø্ কনসেন্টেটর গ্রহন করেন। করোনা রোগীদের চিকিৎসা সহায়ক উপকরনগুলি মেহেরপুর জেলা পরিষদে সংরক্ষিত থাকবে। প্রয়োজন অনুযায়ী মেহেরপুরের বিভিন্ন হাসপাতালে জরুরী মুহুর্তে প্রদান করা হবে। বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটর মেহেরপুর জেলা ইউনিটের সভাপতি ও জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আল হাজ্জ গোলাম রসুল বলেন , করোনা প্রতিরোধে জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে ৪ লাখ মাস্ক ,১০ হাজার হ্যান্ড সেনিটাইজার ,১০ হাজার সাবান বিনামুল্যে বিতরণ করা হয়েছে। এরই মধ্যে আত্ন মানবতার সেবাই বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি করোনা রোগীদের জন্য অত্যান্ত প্রয়োজনীয় অক্ ্িরজেন সিলিন্ডার প্রদানে মেহেরপুর বাসী উপকৃত হবে। কিনি আরো বলেন , এসময় দেশের সকল সংগঠনকে মানব সেবাই এগিয়ে আসা জরুরী।

মেহেরপুরে নতুন আরও ৬৮ জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুরে নতুন করে আরও ৬৮ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। নতুন আক্রান্তদের মধ্যে সদর উপজেলায় ২৯ জন, গাংনীতে ৩৫ জন মুজিবনগর ৪ জন। বুধবার সন্ধ্যায় মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

সূত্রে আরও জানা গেছে, নতুন প্রাপ্ত রিপোর্ট ১৯৫টি। তারমধ্যে ৬৮ জন করোনা পজিটিভ। এনিয়ে বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় করোনা পজেটিভ এর সংখ্যা ৭১৯ জন।

তার মধ্যে সদরে ২৫৬ জন, গাংনীতে ৩৫৮ জন এবং মুজিবনগরে ১০৫ জন। এ পর্যন্ত মেহেরপুরে মারা গেছেন ৬৭ জন (বুধবার সকাল ৮ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেছে ২ জন)।

মৃতদের মধ্যে সদরে ২৩ জন, গাংনী ২৭ জন ও মুজিবনগরে ১৭ জন।

এসময় তিনি সবাইকে সামাজিক দূরত্ব, নিয়মিত সাবান-পানি দিয়ে হাত ধোবার অভ্যাস, মাস্ক ব্যবহার, জন সমাগম এড়িয়ে এবং হাঁচি-কাশির শিষ্ঠাচার ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহবান জানান।

গাংনীর করোনা পরিস্থিতি নিয়ে জুম মিটিং করেছেন এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার করোনা ভাইরাসের পাদুর্ভাব,প্রতিরোধ,প্রতিকারসহ সার্বিক পরিস্থিতি খোঁজ নিতে

জুম মিটিং করেছেন মেহেরপুর-২ গাংনী আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন।

আজ (৭ জুলাই) বুধবার বেলার ১১ টার সময় তিনি জুমে সংযুক্ত হন। তার আগেই জুম এ্যাপসের মাধ্যমে সংযুক্ত হবার জন্য আইডি নাম্বার ও পাসওয়ার্ড সরবরাহ করেন বিশিষ্টজনদের কাছে।

গাংনী উপজেলার প্রশাসনিক কর্মকর্তা, রাজনীতিবীদ, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের নের্তৃবৃন্দ অংশ গ্রহন করেন। মিটিং এ এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন গাংনীর সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। এসময় তিনি সকল মানুষকে স্বাস্থ্য বিধি মেনে এবং মাস্ক ব্যাবহারের অনুরোধ জানান।

গাংনী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে করোনা ওয়ার্ড কাগজে কলমে

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ১০ বেডের করোনা আইসোলেশন ওয়ার্ড কাগজে কলমে থাকলেও বাস্তবে নেই। করোনা উপসর্গ নিয়ে আসা মুমূর্ষ রোগীদের অন্য হাসপাতালে রেফার করে দ্বায় সারছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। ফলে মারা যাচ্ছেন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স চত্ত্বরেই। ইতোমধ্যে এক কৃষকের মৃত্যু নিয়ে নানা সমালোচনার মুখে পড়েছেন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কর্তৃপক্ষ।

স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সুত্রে জানা গেছে, গেল বছর করোনার সময় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পুরাতন ভবনে আইসোলেশন ইউনিট খোলা হয়। কিন্তু ওই ভবনটির সংস্কারের জন্য সাময়িক বন্ধ রাখার পর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডের একটি ভবনে আইসোলেশন ইউনিট খোলা হয়। করোনা আইসোলেশন ওয়ার্ডের যন্ত্রপাতি, অক্সিজেন ও অন্যান্য সামগ্রী পর্যাপ্ত বরাদ্দ দেয়া হয়।

এদিকে পর্যাপ্ত অনুসঙ্গ থাকার পরেও কেন রোগী ভর্তি করা হচ্ছে না। নানা অজুহাতে রোগিদেরকে অন্য হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে। আবার অনেককেই নিজ বাড়িতে থাকার পরামর্শ দেয়া হয়। এমন প্রশ্ন অনেকের।

ইতোমধ্যে কাষ্টদহ গ্রাম থেকে আসা মনিরুদ্দীন নামের এক কৃষক চিকিৎসা নিতে আসলে তাকে চিকিৎসা না দিয়ে রেফার করেন। মুমূর্ষাবস্থায় তাকে অক্সিজেনও দেয়া হয়নি। ফলে তার মৃত্যু হয়। মনিরুদ্দীনের স্বজনরা জানান, বাড়িতে মনিরুদ্দীনের অবস্থার অবনতি হলে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আনা হয়। কিন্তু ইুমার্জেন্সী বিভাগের ডাক্তার বাড়ি নিয়ে আসতে বলে। পরে আবার মেহেরপুর রেফার্ড করেন। এই সময়ে তাকে অক্সিজেনও দেয়া হয়নি বলে স্বজনদের অভিযোগ।
স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে গিয়ে দেখা গেছে, আউটডোরের বেঞ্চে করোনা রোগীদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। এতে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নিতে গিয়ে আক্রান্ত হচ্ছেন অনেকে। স্বাস্থ্য বিধি মানা হচ্ছে না। কোনটা করোনা আক্রান্ত রোগি আর কোনটা জেনারেল রোগি তা দেখে বোঝার উপায় নেই। করোনা রোগীদের স্যাম্পুল নেয়ার জন্য আলাদা কোন স্থানও নির্ধারণ করা হয়নি।

এ ব্যাপারে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা রাশেদুল হাসান শাওন জানান, সব ধরণের ব্যবস্থা আইসোলেশন ইউনিটে রয়েছে। কোন সমস্যা নেই। কিন্তু কেন ওই রোগিকে অক্সিজেন দেয়া হয়নি তা দেখা হবে।